গাংনীতে র্যাবের অভিযানে দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনীতে র্যাব-১২, সিপিসি-৩ এর অভিযানে পরিত্যাক্ত দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরী একটি অবৈধ সচল ওয়ান শুটার গান উদ্ধার হয়েছে।

গতকাল বুধবার রাত পোনে ৯ টার দিকে গোয়েন্দা সূত্রের ভিত্তিতে গাংনীর সাহারবাটি ইউনিয়নের ৪ নং ওয়ার্ডের ধর্মচাকী হতে হিজলবাড়ী গামী পাকা রাস্তা সংলগ্ন হিজলবাড়ী বটতলা নামক স্থানে অভিযান পরিচালনা করে লাল রংয়ের শপিং ব্যাগের মধ্যে লাল কাপরে জড়ানো দেশীয় প্রযুক্তিতে লোহার তৈরী একটি অবৈধ সচল ওয়ান শুটার গান পরিত্যাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করেন র্যাব।

পরবর্তীতে আজ বৃহস্পতিবার সকলে র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন-১২ কোম্পানী কমান্ডারের কার্যালয় ক্রাইম প্রিভেনশন কোম্পানী-৩’র পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে সকল তথ্য জানানো হয়।

র্যাবের কর্মকর্তারা আরও জানান, সমাজ থেকে অপরাধ দমনে র্যাবের অভিযান অব্যাহত থাকবে। পাশাপাশি তারা জনগণকে তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করার আহ্বান জানান।

বিদ্যুৎ বিলে অসঙ্গতি, গ্রাহক ভোগান্তির বিরুদ্ধে মানববন্ধন

মেহেরপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির গাংনী জোনাল অফিসের কার্যক্রম চলছে হযবরল অবস্থায়। গ্রাহকরা তাদের কাঙ্ক্ষিত সেবা পাচ্ছেন না। আন্দোলনের নামে লাইন টেকনিশিয়ানরা কর্মবিরতি পালন করছেন। গ্রাহকদের বিদ্যুৎ বিলেও রয়েছে নানা অসঙ্গতি। গ্রাহকদের অভিযোগ গাংনী জোনাল অফিসের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার

(ডিজিএম) বিজয় চন্দ্র কুন্ডু যোগদান করার পর থেকে জোনাল অফিসে

অবগত না। অফিস থেকে যে বিল করে দেওয়া হয় সেটাই তারা পরিশোধ করে।

এ বিষয়ে গাংনী উপজেলার সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক মেম্বার, সাবেক প্যানেল চেয়ারম্যান বিএনপি নেতা আব্দুল খালেক জানান, আমার গ্রামের প্রায় ১০০ জন গ্রাহক এসে অভিযোগ করেন গত জুলাই মাসের তুলনায়, আগস্ট মাসে দ্বিগুণ বিল প্রস্তুত করেছে।
১ হাজার টাকার জায়গায় ৭ হাজার টাকা, ৭০০ টাকার পরিবর্তে ১৬০০ টাকা এসেছে, এভাবে সকল গ্রাহকের একই অবস্থা।

আগস্ট মাসের বিল নেওয়া বন্ধ রেখে, ঘটনাটি তদন্তপূর্বক পরে বিল নেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন। সেই সাথে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও জেলা প্রশাসকের সুদৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তিনি।

আবাসিক এক মিটার ব্যবহারকারী অভিযোগ করেন, চলতি বছরের জুন মাসের বিল ১ হাজার ৩৬ টাকা, জুলাই মাসের বিল ১ হাজার ২৭৬ টাকা হলেও বর্তমান আগস্ট মাসের ব্যবহৃত বিদ্যুতের বিল এসেছে ৩০ হাজার ৬৮৪ টাকা। প্রস্তুতকৃত বিলে চরম গরমিল বলে জানান গ্রাহকরা।

ভূতুড়ে বিলের এমন ঘটনাটি ঘটেছে, গাংনী উপজেলার রায়পুর ইউপির অন্তর্গত রায়পুর গ্রামেও। মিটার ব্যবহারকারীর নাম অর্থাৎ গ্রাহক রায়পুর গ্রামের শ্রী মদু দাসের ছেলে শ্রী সন্নাসী দাস।

যার মিটার নং-০০১০৩৮৩০। সন্নাসী দাস জানান, আমি একজন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অসহায় বাসিন্দা। আমি দীর্ঘদিন যাবত গাংনী জোনাল অফিসের আওতায় বিদ্যুৎ ব্যবহার করে আসছি।

বিগত বছর এবং মাসে কখনও ভৌতিক বিল আসেনি। প্রতি মাসেই গড়ে ৫০০ টাকা থেকে ১ হাজার টাকা করে বিল করা হয়ে থাকে। চলতি আগস্ট মাসে ৩০ হাজার টাকার বেশী বিল দেখে আমি হতবাক।

ভুক্তভোগী গাংনী পল্লী বিদ্যুৎ অফিসের ডিজিএমকে বিষয়টি অবহিত করলে তিনি বলেন, মিটারের রিডিং অনুযায়ী বিল ঠিক আছে। আপনি একবারে দিতে না পারলে মাসে মাসে দিয়ে পরিশোধ করবেন।

এদিকে গতকাল সকাল থেকে গাংনী জোনাল অফিসের কর্মরত ১৩ জন লাইন টেকনিশিয়ান অফিসে আসেননি। তারা কেন্দ্রীয় কর্মসূচি পালন করছেন। টেকনিশিয়ানরা কাজে যোগদান না করায় বিদ্যুৎ বিভ্রাট দেখা দিয়েছে। ফলে গ্রাহকরা চরম বিপাকে পড়েছেন। কবে নাগাদ কাজে যোগদান করবেন তাও নিশ্চিত নয়। লাইন টেকনিশিয়ানরা কাজে যোগদান না করলে এই

প্রচণ্ড গরমে গ্রাহক আরও বেশি ভোগান্তিতে পড়বে। মোবাইল ফোনে কল করে একাধিক লাইন টেকনিশিয়ান আব্দুস সবুর, আব্দুল্লাহ, সোহেল রানা, আব্দুর রাজ্জাককে কাজ না করার বিষয়ে জানতে চাইলে বিষয়টি এড়িয়ে গিয়ে বলেন, আমরা কাজেই আছি, বাসায় খেতে এসেছি। কেউ কেউ আবার অসুস্থতার অজুহাত তোলেন।

তবে, অফিস কর্তা বলেন, তারা কেউ অফিসে এসে আধাঘণ্টা পর আমাকে না জানিয়ে টেকনিশিয়ানরা চলে গেছে। তবে তারা কাজ না করলে গ্রাহকরা দুর্ভোগে পড়বে।

এ বিষয়ে বিদ্যুৎ অফিসের ডিজিএম বিজয় চন্দ্র কুন্ডুর নিকট অতিরিক্ত বিল আদায়ের বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমার অফিসের মিটার বিল রিডিং করার সময় আমাদের স্টাফদের ভুল হতে পারে। আমাদের কাছে লিখিত অভিযোগ দিলে তদন্ত করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেব। ইতিমধ্যে কয়েকজনের বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে, ৭ জনকে শোকজ করা হয়েছে।

গাংনীর সাহারবাটী বাজারের একটি দোকানে নগদ টাকা ও মালামাল চুরি

বাজারজুড়ে রয়েছে নৈশপ্রহরী, আছে সিসি ক্যামেরাও। এসব উপেক্ষা করে গাংনী উপজেলার সাহারবাটী বাজারের রকিবুল ইসলামের দোকানে নগদ টাকা ও মালামাল চুরির ঘটনা ঘটেছে। শনিবার মধ্যরাতে এ ঘটনা ঘটে। তবে বাজারের সিসি টিভি ফুটেজে চোর সনাক্ত করা সম্ভব হয়নি বলে জানান বাজার কমিটি।

জানা গেছে, প্রতিদিনের মতো শনিবার সারাদিন ব্যবসা শেষে রাত সাড়ে ১০টার দিকে দোকান বন্ধ করে বাড়ি যান দোকান মালিক রকিবুল ইসলাম। রবিবার ভোরে দোকান খুলতে এসে তিনি দেখতে পান দোকানের দরজার তালা ভাঙা, মালামাল এলোমেলো, ক্যাশবাক্সের তালাও ভাঙা।

দোকান মালিক রকিবুল ইসলাম জানান, ক্যাশবাক্সে নগদ দেড় লক্ষাধিক

টাকা ও কয়েক কার্টন সিগারেট নিয়ে গেছে চোরেরা। পরে বিষয়টি বাজার কমিটির সদস্যদের জানালে তারা দোকানে ছুটে আসেন। এ সময় বাজারের সিসি ক্যামেরায় ধারণকৃত ভিডিও দেখা হলে মুখোশ পরা এক ব্যক্তিকে দোকানের তালা ভাঙতে দেখা যায়। তবে মুখোশ পরা এবং উক্ত দোকানের সামনে ক্যামেরা না থাকায় চোরের উপস্থিতি ও তালা ভাঙার কিছু অংশ দেখা গেলেও তাকে সনাক্ত করা সম্ভব হয়নি।

বাজার কমিটির সভাপতি মইন জানান, আমরা বিষয়টি জানতে পেরে দোকানে গিয়েছি। তবে চোর সনাক্তের চেষ্টা চলছে এবং এ বিষয়ে একটি ডায়েরি করার প্রস্তুতি চলছে।

গাংনী থানার ওসি বানী ইসরাইল জানান, সাহারবাটী বাজারে চুরির বিষয়টি বাজার কমিটি জানিয়েছে। দোকান মালিক একটি জিডি করেছেন। চুরির সাথে জড়িতদের সনাক্ত করে দ্রুত আইনের আওতায় আনা হবে।

গাংনীর বিএনপি নেতা ডাকুর গ্রেফতার নিয়ে আলোচনা- সমালোচনা

গাংনী পৌর বিএনপি’র সাবেক সাংগাঠনিক সম্পাদক ও বর্তমান ৪ নং ওয়ার্ড বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোস্তফা ডাকুকে গ্রেফতার ষড়যন্ত্র অভিহিত করে বিএনপি’র নেতাকর্মীদের মাঝে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

বিএনপি’র এই জনপ্রিয় নেতাকে গ্রেফতার ও অস্ত্র উদ্ধারকে সাজানো ও ষড়যন্ত্র উল্লেখ করে ওই দিন থেকেই প্রতিবাদ সভা, সাংবাদিক সম্মেলন করেছে বিএনপি’র স্থানীয় নেতাকর্মীরা। এছাড়া সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে এ ঘটনার সুষ্ঠ তদন্ত দাবী করে নানাভাবে স্টেটমেন্ট দিচ্ছে।

তারা দাবী করেন, আওয়ামীলীগের স্থানীয় নেতাকর্মীর ইন্ধনে গোলাম মোস্তফা ডাকুকে বিগত ১৭ বছর ফ্যাসিস্ট সরকারের পুলিশসহ

আইনশৃংখলাবাহিনীর সদস্যরা তাঁকে সাজানো মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি, গ্রেফতার ও নির্যাতন করেছে। তাকে পরিকল্পিতভাবে সাজানো মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানী করা হয়েছে। তাঁকে একাধিকবার গ্রেফতার করে কারাবরণ করিয়েছে। শুধু মামলা নয়, তার বাড়ি ঘরে হামলা করে উচ্ছেদ করেছে তারা।

গাংনী উপজেলা বিএনপি’র সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু, সাংবাদিক সম্মেলন করে এসব তথ্য তুলে ধরেন। তিনি অবিলম্বে গোলাম মোস্তফাকে মিথ্যা সাজানো মামলা থেকে নি:শর্ত মুক্তি দাবী করেন এবং সকল মিথ্যা ও সাজানো মামলা প্রত্যাহারের দাবী জানান। এছাড়া মিথ্যা মামলাটি তদন্তের দাবী জানান তারা।

উল্লেখ্য, গত ১ সেপ্টেম্বর ভোররাতে একটি বিদেশি পিস্তল, তিন রাউন্ড গুলি ও দুটি ম্যাগজিনসহ গোলাম মোস্তফা ডাকুকে আটক করে যৌথবাহিনী। গোলাম মোস্তফা ডাকু গাংনী পৌরসভার চার নম্বর ওয়ার্ডের চৌগাছার (ভিটাপাড়া) মৃত আজিজুল হকের ছেলে।

প্রসঙ্গত, গোলাম মোস্তফা ডাকু কে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে একাধিকবার মিথ্যা ও সাজানো মামলা দিয়ে গ্রেপ্তার করেছিল আইনশৃংখলাবাহিনী।

গাংনীতে পুকুরের পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনীতে পুকুরের পানিতে ডুবে মুরসালিন (১০) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে।

বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) দুপুরের দিকে উপজেলার কল্যাণপুর মন্ডলপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। মৃত মুরসালিন ওই গ্রামের মোঃ আলাউদ্দিনের ছেলে এবং নওদাপাড়া হাফিজিয়া মাদ্রাসার ছাত্র।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বুধবার দুপুরে মুরসালিন ও আরও কয়েকজন মিলে বাড়ির পাশের একটি পুকুরে গোসল করতে যায়। গোসলের এক

পর্যায়ে মুরসালিন পুকুরের মাঝখানে চলে গেলে হঠাৎ করেই ডুবে যায়। পরে তাকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোঃ বানী ইসরাইল পানিতে ডুবে শিশু মুরসালিনের মৃত্যুর ঘটনা নিশ্চিত করেছেন।

গাংনীতে কৃষকদের বিনামূল্যে মাসকলাই বীজ ও সার বিতরণ

মেহেরপুরের গাংনীতে কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে মাসকলাইয়ের বীজ ও রাসায়নিক সার বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার সকাল ১০টার সময় কৃষকদের হাতে বীজ ও সার তুলে দিয়ে কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন গাংনী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. ইমরান হোসেন।

গাংনী উপজেলা প্রশাসন ও কৃষি অফিসের যৌথ আয়োজনে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে খরিপ-২ মৌসুমে প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় মাসকলাই ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক পর্যায়ের ১ হাজার কৃষককে এ প্রণোদনা দেওয়া হবে।

প্রতি কৃষক পাবেন ৫ কেজি মাসকলাই বীজ, ১০ কেজি ডিওপি ও ১০ কেজি এমওপি সার।

বীজ বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. মোতালেব আলী এবং উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের কৃষক।

গাংনী থানাপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দুই পদে চারজনকে যোগদানের আদেশ!

মেহেরপুরের গাংনী থানাপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকের শূন্য দুটি পদে অধিদপ্তর থেকে চারজনকে যোগদান করায় সৃষ্টি হয়েছে নানা জটিলতা।

বর্তমানে চারজন শিক্ষকই প্রতিযোগী হয়ে ক্লাস নিচ্ছেন বিদ্যালয়টিতে। কেউ বলছেন অনলাইনে আবেদন করে যোগদানপত্র পেয়েছেন আবার কেউ বলছেন সরাসরি অফলাইনে যোগাযোগ করে আদেশপত্র নিয়েছেন। চার শিক্ষকই হয়ে উঠেছেন বিদ্যালয়ে একে অপরের প্রতিযোগী প্রতিদ্বন্দ্বী।

যোগদানকৃত শিক্ষকরা সকলেই বৈধতা দাবি করলেও বিদ্যালয়ে দুটি শূন্য পদে যোগদান করবেন মাত্র দুইজন শিক্ষক।

এমন পরিস্থিতিতে বিদ্যালয়টিতে একদিকে যেমন লেখাপড়া বিঘ্নিত হচ্ছে, অন্যদিকে বদলির জটিলতায় বিপাকে পড়েছেন বিদ্যালয়টির প্রধান শিক্ষক। দাপ্তরিক আদেশে তিনি সকলেরই যোগদানপত্র নিয়েছেন। তবে প্রতিযোগিতায় চারজনই থাকতে চান একই বিদ্যালয়ে। তবে কর্তৃপক্ষ বলছেন, প্রথমে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকরাই সঠিক পন্থায় যোগদান করেছেন, বাকিরা যারা বিভিন্ন মাধ্যমে যোগাযোগ করেছেন তাদের নিয়ে বিতর্ক রয়েছে।

বিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, গাংনী থানাপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা ফাতেমা খাতুন অবসরে যান গত ১৫ নভেম্বর ২০২৪ এবং ফেরদৌসী আরা অবসরে যান ২ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে। অবসরজনিত কারণে শূন্য দুটি পদে যোগদান করতে অনলাইনে আবেদন করেন আকুবপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা সুমাইয়া নাসরিন, ষানঘাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা শিউলি খাতুন, ভাটপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা লিলুফা ইয়াসমিন, বড়গাংনী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা শিউলি খাতুনসহ মোট ৩১ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা। আবেদনগুলো যাচাই-বাছাই শেষে আকুবপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা সুমাইয়া নাসরিন (স্বারক নং-১২০(২১) ও শিউলি খাতুনকে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের একটি আদেশে গাংনী

থানাপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বদলি করেন এবং সেখানে যোগদানের নির্দেশ দেন। সে মোতাবেক সুমাইয়া নাসরিন ১৬-০২-২০২৫ তারিখে গাংনী থানাপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ০১ নম্বর শূন্য পদে যোগদান করেন। অপর একটি আদেশে শিউলি খাতুন যোগদান করলেও তথ্য গোপনের অভিযোগে শিউলি খাতুনকে স্থগিত করা হয়।

ভাটপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা লিলুফা ইয়াসমিন প্রথমে অনলাইনে আবেদন করেন। পরে তার বদলির আদেশ না পেয়ে তিনি অফলাইনে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কতিপয় কর্মকর্তাকে আর্থিক সুবিধা দিয়ে যোগদানপত্র নিয়ে আসেন। অপর শিক্ষিকা শিউলি খাতুনকেও দেওয়া হয় উক্ত পদে নিয়োগ। তবে একে একে চার শিক্ষিকাকে যোগদানপত্র দেওয়া হয়েছে। এতে মহা বিপাকে পড়েছেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক।

বদলি হয়ে আসা আকুবপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা সুমাইয়া নাসরিন জানান, আমি অনলাইনে আবেদনের মাধ্যমে নিয়মনীতি ও সকল শর্ত পূরণ সাপেক্ষে গাংনী থানাপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যোগদান করেছি। কিন্তু অজানা এক ক্ষমতার বলে আমাকে আগের স্থলে যেতে বলা হচ্ছে। আমি যেহেতু সর্বপ্রথম এখানে অনলাইনে যোগদান করেছি, সেহেতু আমি এখানেই থাকতে চাই। আমাকে এখান থেকে সরানোর জন্য জেলা-উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তারা চাপ সৃষ্টি করছেন। শুধু তাই নয়, আমার বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে ভুল তথ্য সরবরাহ করেছেন।

ভাটপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা লিলুফা ইয়াসমিন বলেন, আমি গাংনী থানাপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বদলি যোগদান করতে প্রথমে অনলাইনে আবেদন করি। সে আবেদন ত্রুটির কারণে বাতিল হয়ে যায়। পরে অফলাইনে (সরাসরি) যোগাযোগের মাধ্যমে আদেশ নিয়ে আসি। অফলাইনে যোগাযোগ সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমার একটি মাধ্যম আছে, যা বলা যাবে না, বুঝে নিতে হবে?

সদ্য বদলি হয়ে আসা শিক্ষিকা শিউলি খাতুন বলেন, আমি ষানঘাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৬ বছর চাকরি করেছি। বয়স ও দূরত্বের বিষয়টি বিবেচনা করে আমাকে অধিদপ্তর থেকে গাংনী থানাপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যোগদানের আদেশ দিয়েছেন। এখানে যোগদানপত্র দিয়ে যোগদান করেছি। এখন শুনছি এখানে চারজনকে একই পদে বদলি করা হয়েছে। তবে এটি উপজেলা ও জেলা কর্মকর্তাদের ভুলের কারণে এমন বিড়ম্বনা হয়েছে বলেও জানান ওই শিক্ষিকারা।

শিক্ষিকারা জানান, অধিদপ্তর যোগদান করাচ্ছেন ঠিকই, কিন্তু পদ শূন্য করে রাখা হয়েছে। যার ফলে একাধিক পদে সংযুক্ত করা হয়েছে। তবে জেলা শিক্ষা অফিসারের অতি চতুরতার কারণেও মেহেরপুরের বিভিন্ন স্কুলে এমন ঘটনা ঘটে বলেও অভিযোগ করেন নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক অনেকে।

গাংনী থানাপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাহাবুবুর রহমান কাজল বলেন, ২০২৪ ও ২০২৫ সালে দুটি শিক্ষকের পদ শূন্য হয়। বিষয়টি জেলা শিক্ষা অফিসারকে জানালে কয়েকদিন পর শাম্মিয়ারা দিপ্তিকে ডেপুটেশনে দেন। কয়েকদিন পর অনলাইনের আবেদনের ভিত্তিতে ১৬-০২-২০২৫ তারিখে যোগদান করেন সুমাইয়া নাসরিন। তিনি প্রতিদিনই স্কুল করছেন। তার কিছুদিন পর লিলুফা ম্যাডাম অধিদপ্তর থেকে ডেপুটেশনে আসেন। পরে তিনি অফলাইনে যোগাযোগ করে বদলির আদেশ নিয়ে আসেন। এভাবে মোট চারজনকে অধিদপ্তর এখানে যোগদানের নির্দেশ দিয়েছেন। তবে এদের মধ্যে একজন জেলা ট্রান্সফার্ড আছেন। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার রুহুল আমিনকে জানতে চাইলে বিষয়টি কিছুই জানেন না বলে এড়িয়ে যান।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের বিভাগীয় পরিচালক ডা. মো. শফিকুল ইসলাম বলেন, এটা দাপ্তরিক বিষয়। এখানে মন্তব্য করার কিছু নেই। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আবু নুর মোহাম্মদ সামসুদ্দিন বলেন, অনলাইনে যিনি আগে আদেশ পেয়েছেন, তিনিই বৈধ। সরাসরি বা অফলাইনে বদলির কোনো সুযোগ নেই।

গাংনীতে বিএনপি নেতাকে আগ্নেয়াস্ত্রসহ আটকের প্রতিবাদে সাংবাদিক সম্মেলন

আগ্নেয়াস্ত্র, গুলি ও ম্যাগাজিনসহ বিএনপি নেতা গোলাম মোস্তফা ডাকুকে গ্রেফতারের প্রতিবাদ এবং তার নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু।

বলেছেন, গাংনীতে একই অস্ত্র দিয়ে র্যাব বারবার একাধিক ব্যক্তিকে চালান দিচ্ছে। যা ফ্যাসিবাদী সরকারের সময়ের সেই রূপ। কেউ কেউ তীব্র নিন্দা জানাচ্ছেন।

উল্লেখ্য, গাংনী পৌর বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক ও ৪ নং ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোস্তফা ডাকুকে গতকাল সোমবার ভোররাত সাড়ে ৪টার সময় তার নিজ বাড়ি চৌগাছা থেকে আটক করেন র্যাব ও সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে যৌথবাহিনী। এ সময় একটি বিদেশি পিস্তল, ৩ রাউন্ড তাজা গুলি ও দুটি ম্যাগাজিন উদ্ধারের দাবি করেছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১২) সিপিসি-৩ মেহেরপুরের গাংনী ক্যাম্প। বেলা সাড়ে ৯টার দিকে র্যাব-১২ গাংনী ক্যাম্পের পক্ষ থেকে ছবি ও তথ্য সরবরাহ করে সাংবাদিকদের তা নিশ্চিত করা হয়।

গাংনীতে সাপে কেটে শিশুর মৃত্যু

সাপের কামড়ে ফারিয়া খাতুন (৮) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। ফারিয়া খাতুন গাংনী উপজেলার ওলিনগর গ্রামের হায়দার আলী ওরফে বাবলুর মেয়ে ও স্থানীয় তেরাইল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেনীর ছাত্রী।

আজ বৃহস্পতিবার (২৮ আগষ্ট) সকালের দিকে মারা যায় শিশুটি। গতরাতে ৩টার দিকে নিজ ঘরে ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায় সাপে কাটে তাকে। স্থানীয়ভাবে তাকে ওঝা দিয়ে ঝাঁড়ফুঁক দেওয়া হয়। এক পর্যায়ে শিশুটি মারা যায়।

স্থানীয়দের বরাত দিয়ে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

গাংনীর রামকৃষ্ণপুর সীমান্তে সাড়ে ২৫ কেজি গাঁজা উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রামকৃষ্ণপুর সীমান্তে অভিযান চালিয়ে সাড়ে ২৫ কেজি গাঁজা উদ্ধার করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। উদ্ধারকৃত গাঁজার আনুমানিক বাজারমূল্য ধরা হয়েছে ৮৯ হাজার ২৫০ টাকা।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে বিজিবি।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ভোর ৫টার দিকে কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি) এর রামকৃষ্ণপুর বিওপির দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় এ অভিযান চালানো হয়। সীমান্ত পিলার ১৫৭ এর মেইন পিলার থেকে প্রায় ৩০০ গজ ভেতরে মদনের ঘাট নামক স্থানে হাবিলদার মো. আমিরুল ইসলামের নেতৃত্বে বিশেষ অভিযান পরিচালিত হয়। এ সময় ভারত থেকে পাচার হয়ে আসা ২৫ কেজি ৫০০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করতে সক্ষম হয় বিজিবি সদস্যরা।

উদ্ধারকৃত গাঁজার সিজার মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ৮৯ হাজার ২৫০ টাকা। তবে এ ঘটনায় কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি। বিজিবি জানায়, মাদক চোরাচালান প্রতিরোধে তাদের এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।